*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.23-29. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

লোকায়ত দর্শন

শুভশ্রী ইন্দ্র

গবেষক, সিধো- কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া,

প্রফেসর (ডঃ) অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

লোকসংস্কৃতি বিভাগ , কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

সারসংক্ষেপ:

ভারতীয় দর্শনের দুটি ধারা প্রচলিত আছে- আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় (যাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন) এবং নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় (যাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না)। এই নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত চার্বাক দর্শন, যা আমাদের কাছে লোকাতয় দর্শন নামের পরিচিত, সেটি হল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একমাত্র জড়বাদী দর্শন। উল্লেখ্য, এই প্রনন্ধটিতে লোকায়ত দর্শন হল আলোচ্য বিষয়, চার্বাক দর্শন নয়। দর্শনটি জড়বাদী এই অর্থে যে, এরা অধ্যাত্ম তত্ত্বে বিশ্বাস না করে ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন) এবং মরুৎ (বায়ু) – এই চারটি জড় উপাদানই যে জগতের সকল কিছুই মূল উপাদান, তা প্রচার করে, যুক্তি দিয়ে সকল কিছুর ব্যাখ্যা করে এবং অতীন্দ্রিয় কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস না করে পার্থিব জগতের প্রাধান্য দেয়। কিন্তু বর্তমানে এই দর্শন সম্প্রদায়টির মর্যাদা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। তথাকথিত বেদাশ্রয়ী দর্শন সম্প্রদায়গুলির প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে লোকায়ত দর্শনকে ঐতিহ্যবাহী দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই ধরা হয়না। কিন্তু প্রাচীন কালেও কি এই দর্শনের এরূপ মর্যাদা ছিলো? উত্তর একদমই নয়। বিভিন্ন গ্রন্থ তথা দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল এই লোকায়ত দর্শনটি। এবং এই দর্শনতত্ত্বটির অবহেলিতরূপের কারনস্বরূপও কিছু তথ্য এই প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপরি, লোকায়ত দর্শনের মতবাদগুলিত যুক্তিগ্রাহ্যতার অতুলনীয় নিদর্শন দিয়ে উক্ত দর্শনটির হারানো মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র প্রবন্ধটিতে।

সূচক শব্দ: *লোকায়ত দর্শন, চার্বাক, বেদ, জড়বাদ, বস্তুবাদ*

ভূমিকাঃ-

মনুষ্যজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে জীবের অস্তিত্বের অনেক পরে। প্রথমে পৃথিবীতে এককোষী প্রাণী, তারপর দ্বিকোষী প্রাণী ও ক্রমান্বয়ে কোষের বিভাজনের দ্বারা উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এভাবের ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট উন্নততম হীবটি হল মানুষ। 'উন্নততম' শব্দটি প্রোয়োগের তাৎপর্য হল এই যে, শারীরিক শক্তির দিক থেকে মানুষ কিছু প্রাণীর থেকে কম শক্তিসম্পন্ন হলেও বুদ্ধির জোরে সে আজ পৃথীবির সকল প্রানীকে নিয়ন্ত্রন করে। মনুষ্যজাতির উৎপত্তির শুরুতেই কিন্তু মান্যষের এইরূপ পদমর্যাদা ছিল না। বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উত্থান-পতন, বহু শারীরিক পরিবর্তনকে জয় করে আজ সে

শ্রেষ্ঠত্বের আসলে আসীন। বহু সঙ্কটকে সে জয় করেছে শুধুমাত্র বিচার ক্ষমতা ও বুদ্ধির দ্বারা। প্রাণীজগতের এই যে বিবর্তন, তা শুধু বিজ্ঞানেই নয়, দর্শনেও সমর্থিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *The Life Divine* গ্রন্থে খুবই সুস্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের দ্বারা এই বিবর্তনকে খুবই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় লোকায়ত দর্শনের সূচনা কিভাবে হল তা অনুসন্ধান করা যাক।

চিন্তার সূচনাপর্বঃ- উদ্ভবের শুরুতে মানুষের চিন্তাশক্তি তথা বুদ্ধিবৃত্তি বলতে তেমন কিছু ছিল না। তাকে নেহাতই কোনো একপ্রকার পশু বললেও খুব একটা ভুল হবে না। কিন্তু চিন্তাশক্তি একেবারেই ছিলো না বলা উচিত হবে না। কারন সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদ অনুসারে শূণ্য থেকে কোনোকিছু উৎপন্ন হতে পারেনা। কারন থেকে কার্যকে উৎপন্ন হতে হলে কারনের মধ্যে কার্যকে থাকলে হবে। সাংখ্যের এই তত্ত্বানুযায়ী আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, একদম শুরুতেও মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি (Rationality) কিন্তু সুপ্তাবস্তায় ছিলো। তাই সে আজ সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রানীর সেই বুদ্ধিবৃত্তি নামক বিশেষ হাতিয়ারটি ছিল না, তাই সে আজ মানুষের নিয়ন্ত্রনাধীন। উদ্ভবের পর থেকে প্রায় দেড় লাখ বছর তার মানসিক বিকাশ তথা উন্নয়ন প্রায় থেমে ছিল। বিগত কুড়ি হাজার বছরের উন্নয়নের পরিনামই হল আজকের মনুষ্যসমাজ। শুরুতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষ রেহাই পাওয়ার জন্য যেমন চিন্তা করেছে, তেমনি একসাথে দলবদ্ধভাবে বসবাস করাকালীন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে চিন্তার দ্বারা। এইভাবে ধীরে ধীরে চিন্তার বিকাশ ঘটেছে তার নিজের অজান্তেই। তাহলে অনুমান করা যায়, আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষ চিন্তা করতে শিখেছে। তার সেই চিন্তার পরিনামস্বরূপ উদ্ভব হয়েছে দার্শনিক বিচারমূলক যুক্তিগ্রাহ্য উন্নত চিন্তার, উদ্ভব হয়েছে বস্তুবাদ ও ভাববাদের। আলোচ্য লোকায়ত দর্শন সেই বস্তুবাদেরই এক অন্যতম সমর্থিত মতবাদ। সেই লোকায়ত দর্শন আলোচনার পূর্বে বস্তুবাদের ধারনা সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার।

বস্তুবাদের উদ্ভবঃ- ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি, প্রাচীনকালে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করার সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করত। তাদের মনে একপ্রকার বিশ্বাস ছিল যে, সেই প্রাকৃতিক বস্তুতথা – জল, অগ্নি, বায়ু, ভূমি প্রকৃতি আরাধনায় তুষ্ট হলে অবাঞ্চিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে হয়তো তারা রেহাই পাবে, প্রাণে বাঁচতে পারবে। সুতরাং তাদের মনে তখন বিভিন্ন জড় পদার্থের ব্যক্তিক অস্তিত্বের একটা ধারনা ছিল। সুতরাং, আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে, বস্তুবাদের পত্তন সেই প্রকৃতির আরাধনার মাধ্যমেই হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগেই যে, বস্তুবাদী দর্শনের মূল সূচনা হয়েছিল, তা বলা যায় না। সাধারনত যে মতবাদ অনুযায়ী, জড়বস্তুই পরম সত্য (Ultimate Reality),বা জগতের আদি কারন তথা বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান, তাকেই জড়বাদ বা বস্তুবাদ বলে। এই জড়বাদে ভারতীয় দর্শনে সাধারনত চারটি মৌল জড় উপাদানকে জগতের আদি কারন বলা হয়েছে- ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। আশ্চাত্য দর্শনেও খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ নাগাদ গ্রীস দেশে থেলসের থেকে শুরু করে যে দার্শনক মতবাদের অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে পারমেনাইডিস ছাড়া সকলেই জগতের মূল উপাদানকে জড় বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং সেখানেও বস্তুবাদের বহুল প্রসার লক্ষ্যনীয়।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রথম যে চরম বস্তুবাদী মতটির আমরা নাম পাই, তা হল চার্বাক। অষ্টম শতক থেকে এই মতটির সাথে আমরা পরিচিত হলেও মতটির প্রচলন হয়েছিল তার অনেক আগে। তাহলে অষ্টম শতকের আগে যে বস্তুবাদী তথা জড়বাদী মতটির প্রচলন ছিল, তার নাম কি? বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুঁথির ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে, প্রাক্- চার্বাক জড়বাদী মতটির নাম ছিল লোকায়ত দর্শন।

লোকায়ত দর্শনের পরিচিতিঃ- "লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ"[১] – এই লোকগাথাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন, 'লোকায়ত মত লোকে আয়ত অর্থাৎ, ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ওই নাম পাইয়াছে।' সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন, 'জনসাধারনের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়'। *দিব্যাবদান* নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লোকায়ত শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যের টীকাকার বুদ্ধঘোষের মতে, 'যে দর্শনের ভিত্তি লোক বা ইহলোক, অর্থাৎ, যে দর্শনে পারলৌকিক জগতের প্রত্যাখান করে শুধুমাত্র ইহলৌকিক জগতের জ্ঞান প্রচার করে, তাই হল লোকায়ত দর্শন। তিনি 'লোকায়ত' শব্দটির অর্থ করেছেন, 'লোক' মানে ইহলোক এবং 'আয়ত' শব্দের অর্থ করেছেন, আয়তন বা ভিত্তি। *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* গ্রন্থে হরিভদ্র বলেন,

"এতাবানেব লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচর"[২] – অর্থাৎ, কেবলমাত্র যা ইন্দ্রিয়িগোচর বা প্রত্যক্ষের অধীন, তাই হল 'লোক'। এই 'লোক' বা ইহলৌকিক জগৎ যাদের কাছে একমাত্র সত্য, তারাই হলেন লোকায়তিক। কিন্তু শুধুমাত্র প্রত্যক্ষগোচর পদার্থকে সত্য বলে মনে করলেন কেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার মনিভদ্র বলেন,

"এবম্ অমী অপি ধর্মচ্ছমধূর্তা পরবঞ্চনপ্রবণাঃ যৎকিঞ্চিৎ অনুমানাদিদার্ঢ্যম আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্। স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগ প্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্য গম্যাগম্যহেয়োপাদেয় আদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিককান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি।"[৩]

অর্থাৎ, অনুমান, আগম প্রভৃতি প্রমানের আশ্রয় নিয়ে পরপ্রবঞ্চনপ্রবন ধর্মের আশ্রয়ে আশ্রিত ছদ্মবেশী ধূর্তেরা সাধারন মানুষকে স্বর্গলাভ প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, সেই বপথে চালিত হওয়া থেকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমানই রক্ষা করতে পারে। তাই, লোকায়তিক সার্শনিকরা এরূপ মতের প্রচলন করেছেন। মনিভদ্রের এই ধরনের ব্যখ্যাকে সমর্থন করেছে মাধবাচার্যের সর্ব্বদর্শন গ্রন্থটি। সেখানে মাধবাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং বৃহস্পতি লোকায়ত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির উল্লেখ করেছেন, যেখানে তৎকালীন বেদবিদিত যাগযজ্ঞের প্রতি তিরস্কার স্পষ্টভাবে দৃষ্ট। গ্রন্থটির চার্বাক নামক অধ্যায়ে শ্লোক নং ২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত চার্বাক দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, যার শেষোক্ত বক্তব্যটি ব্যতিত বাকী শ্লোকগুলি হল তৎকালীন লোকগাথা যা মাধবাচার্য বৃহস্পতির উবাচ বলেছেন। শেষোক্ত বাক্যে মাধবাচার্য বলেছেন,

"তস্মাদ্বহুনাং প্রাণীনামনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতমাশ্রয়নীয়মিতি রমনীয়ম্। ইতি সায়নমাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেচার্ব্বাকদর্শ্নং সমাপ্তপম্।।"[৪]

এর বাংলা তাৎপর্যটি হল এইরূপ, অতএওব, প্রাণীগনের কল্যাণের জন্য চার্ব্বাকমত অবলম্বন করাই শ্রেয়। সায়ন মাধবাচার্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক মত এভাবে সমাপ্ত হল। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, শেষোক্ত বাক্যটি পূর্বের শ্লোকগুলিতে কোথাও চার্ব্বাক নামের উল্লেখ নেই। তাহলে উক্ত শ্লোকগুলি কি লোকায়ত দর্শনকে নির্দেশ করছে না চার্বাক দর্শনকে নর্দেশ করছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহলে কিছু দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝা যাক পূর্বে লোকায়ত দর্শনটির কতটা প্রচলন ছিল।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করে, সেখানে নানাবিধ দর্শন চর্চায় মুগ্ধ হয়ে সেগুলির উল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘ন্যায়তত্ত্ব ও আতবিজ্ঞানসম্পন্ন বেদ্-বিদ্গন, নানা বাক্যের সমাহার- সমবায়ের বিশারদগন, বিশেষ কার্যজ্ঞগন, মোক্ষধর্মপরায়নগন, স্থাপন-আক্ষেপ-সিদ্ধান্ত ওপরমার্থজ্ঞগন, শব্দ- ছন্দ- নিরুক্ত জ্ঞান বিশিষ্টগন, কালজ্ঞান বিশারদগন, দ্রব্য-কর্মজ্ঞগন, কার্যকারনবেদাত্তগন, পক্ষী ও বানরের ভাষার অভিজ্ঞগন, ব্যাসগ্রন্থ আশ্রয়কারীগন ও লোকায়তিক মুখ্যগন কর্তৃক বাক্য তথা শব্দ চারপাশে উচ্চারিত হচ্ছিল- তাও শুনেছিলেন।’[৫] উক্ত অংশে অন্যান্য জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সঙ্গে লোকায়তিক পন্ডিতিদের উল্লেখ করে তৎকালীন সময়ে লোকায়ত দর্শনের যে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, তার স্পষ্টীকরন করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি নেওয়া যেতে পারে *অর্থশাস্ত্র* থেকে। কৌটিল্য রচিত *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটির রাচোনত্ব নির্নয় করা খুবই কঠিন। অনেক বিতর্ক সত্ত্বেও গ্রথটির রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। কৌটিল্যের মতে, বিদ্যা চার প্রকার- আণ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি।[৬] ‘আণ্বীক্ষিকী’ হল তিনটি- সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। ‘ত্রয়ী’ হল তিনটি বেদ। বার্তা হল কৃষি,বানিজ্য ও পশুপালন সংক্রান্ত বিদ্যা এবং দন্ডনীতি হল রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিদ্যা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কৌটিল্য সর্বপ্রথম যে বিদ্যার উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে লোকায়ত অন্যতম। সুতরাং অতি প্রাচীনকালেও লোকায়ত দর্শনটির মর্যাদা খুবই বেশী ছিল।

তৃতীয় দৃষ্টান্তটি বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। রিস্ ডেভিডস্ বিবিধ বৌদ্ধ গ্রথ থেকে দেখিয়েছেন যে সে যুগেও লোকায়ত দর্শনের প্রসংশাসূচক মর্যাদা ছিল। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল *অম্বট্‌ঠসুত্ত* তে কূটদন্ড নানে প্রসিদ্ধ ব্রাক্ষণের বর্ণনায় এবং *দীর্ঘনিকায়* তে অম্বট্‌ঠসুত্ত নামে এক বিদ্বান্ ব্রাক্ষণ, *সোনদত্তসুত্ত* তে সোনদত্ত নামে বিদগ্ধ ব্রাক্ষণ, বিজিতের উপাখ্যানে পুরহিত ব্রাক্ষণ প্রভৃতির বহু বর্ণনায় লোকায়ত দর্শনের অনুগামীদের পারদর্শিতার কথা উল্লেখ আছে।[৭]

তাহলে উপরোক্ত নিদর্শনগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হল যে, প্রাচীনকালে মহাভারতের সময়ে, ত্রিপিটকের সময় লোকায়ত দর্শনটির যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। কিন্তু অষ্টম-নবম শতক থেকে এই লোকায়ত দর্শনটির সাথে ‘চার্বাক’ নামটি যুক্ত করা হল দর্শনটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। বলাই বাহুল্য, বস্তুগত এই দর্শনটি তথাকথিত বেদাশ্রিত পন্ডিতদের পেশায় বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং সাধারন মানুষের কাছে খুবই জনরিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে দূরকল্পিত সঙ্কটের আশঙ্কা করে কোনোভাবে এই যুক্তিনির্ভর লোকায়ত দর্শনটির সাথে চার্বাক নামটি জুড়ে দেওয়ার

Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.23-29. (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

অনুমান করা যায়। এই প্রয়াসের কিছু নিদর্শন আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* গ্রন্থে। গ্রন্থটি অবলম্বন করে আমরা বিষয়টি বিচার করব।

চার্বাক দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকায়ত দর্শনঃ- বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শনটিকে সাধারনত চার্বাক দর্শন আখ্যা দিয়ে একে বার্হস্পত্য মত বলা হয়। পরাণে কথিত আছে, অসুরদের সঙ্গে দেবতারা যুদ্ধে যখন একেবারেই পেরে উঠছিল না, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি এক চতুরতা অবলম্বন করলেন। তিনি ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে গিয়ে বস্তুবাদী দর্শন প্রচার করলেন অসুরদের বিপথে চালিত করার জন্য। অসুরগন এই ঘৃন্য মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপথে চালিত হয় এবং দেবতাগন যুদ্ধে জয়লাভ করে।

আবার কথিত আছে, মহাভারতে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের কথা, যিনি দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের বন্ধু। মহাভারতের শেষ পর্বে উল্লেখ আছে, যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্যে ফিরলেন, তখন প্রজাগনের মধ্যে থেকে একজন ব্রাহ্মণ নিজজ্ঞাতিকে হত্যা করার জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন এবং তক্ষনে নিজ প্রাণত্যাগের উপদেশ দিলেন। এতে যুধিষ্ঠির গিভীরভাবে শোকাহত হয়ে নিজের প্রাণত্যাগ করতে উদ্ধত হলে তখন সেই ব্রাহ্মণটির আসল পরিচয়টি জানা গেল যে, তিনি হলে একজন চার্বাক রাক্ষস যিনি দুর্যোধনের বন্ধু। তাহলে বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শনটির সাথে এই চার্বাক রাক্ষসের নামটি যুক্ত করা কোনোভাবে দর্শনটিকে সাধারন লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্য মনে করাও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আবার লোকায়ত দর্শনটির নাম চার্বাকের সাথে যুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, কিছু কথকঠাকুরের দ্বারা বিভিন্ন গ্রামে গল্পের মাধ্যমে প্রচার করার কাজও হতো তৎকালীন সময়ে। ফলে লোকায়ত দর্শনটিকে সাধারন মানুষের অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকলেও পাপ-পূণ্যের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ভয়ে সরল সাধারন মানুষ সেই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

লোকায়ত দর্শনের গ্রন্থঃ- সাধারনভাবে আমরা সকলেই জানি যে, লোকায়ত দর্শন তথা চার্বাক দর্শনের কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। অন্যান্য দর্শনের পূর্বপক্ষ হিসাবে আমরা সাশারনত এই দর্শনটি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেছি। কিন্তু যে লোকায়ত দর্শনের প্রাচীনকালে এত মর্যাদা ছিল, সে দর্শনের কি সত্যিই কোনো গ্রন্থ ছিল না ? এটা ভাবলেই অবাক লাগে। বস্তুত বলা হয়, জয়রাশিভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থ *তত্ত্বপপ্লবসিংহ* তে চার্বাক দর্শন সম্পর্কে অধিকাংশ মত আমরা পাই। কিন্তু একটু ভালোভাবে বিচার করলে আমরা লক্ষ্য করব যে , ১৯৪০ সালে মুদ্রিত এই গ্রন্থটির শুরু ও শেষে চার্বাক বিরোধী বক্তব্যগুলির উল্লেখ স্পষ্ট, যা এই বইটিকে চার্বাক বিরোধী বই হিসাবে প্রতিপন্ন করে। ফলে আমরা হতাশ হয়ে ফিরে যাই সেই প্রাচীন কালে। R. Garbe, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, G. Tucci প্রমুখ দার্শনিকগন কিছহু মূল্যবান প্রমান দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ব্যকরণের সবথেকে পুরোনো ও মূল্যবান গ্রন্থ হল পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* । এই গ্রন্থটির পরিমার্জিত রূপ প্রকাশ করেছিলেন কাত্যায়ন তাঁর *বার্তিকসূত্র* তে আনুমানিক ৩০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই গ্রন্থে কাত্যায়ন উল্লেখ করেছেন, 'বর্ণক' শব্দের অর্থ চাদর। স্ত্রীলিঙ্গে তিনি 'বর্ণক' শব্দের

রূপ বলেছেন 'বর্ণকা'। কিন্তু 'বর্ণক' শব্দের স্ত্রীলঙ্গে রূপ হওয়ার কথা 'বর্ণিকা'। এর উত্তরে পতঞ্জলী তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন, এরূপ হওয়ার কারন হল, 'বর্ণিকা' শব্দের অর্থ হল ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা বর্তিকা। উদাহরনস্বরূপ তিনি বলেন,

"বর্নিকা ভাগুরী লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য"[৮]

অর্থাৎ, *ভাগুরী* লোকায়ত দর্শনের বর্ণিকা বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। সুতরাং হলা যায় যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলী ও বার্তিককার কাত্যায়নও জানতেন যে, লোকায়ত দর্শনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিলো, তার নাম 'ভাগুরী'। মূল গ্রন্থ ছাড়া ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে পারেনা। সুতরাং, 'ভাগুরী' নামক বাখ্যাগ্রন্থের একটি মূলগ্রন্থও যে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

আরও একটি প্রমানের উল্লেখ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সেটি হল, বৌদ্ধগ্রন্থ *দিব্যবদান* । সেই গ্রন্থে একটি শ্লোকাংশ আছে, সেটি হল,

"লোকায়তং ভাষ্যঃ প্রবচনম্"[৯]

অর্থাৎ, লোকায়তের ভাষ্যগ্রন্থ হল প্রবচন। সুতরাং সেই যুগেও লোকায়ত দর্শনের দির্শনের একটি ভাষ্যগ্রন্থ ছিল। আবার, G. Tucci উল্লেখ করেছেন, চন্দ্রকীর্তির *প্রজ্ঞাশাস্ত্র*, আর্যাদেবের *শাস্ত্রাশাস্ত্র* গ্রন্থগুলির কোনো কোনো জায়গায় লোকায়ত দর্শনের গ্রন্থকরতা হিসাবে পুরন্দরের নাম উল্লেখ আছে।

এছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর *চার্বাক দর্শন* গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট বার্হস্পত্যসূত্রম্' নামে অধ্যায়ে ৫৪ টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন যাতে নিম্নে বৃহস্পতি, পুরন্দর, চার্বাক, লোকায়ত ও কম্বলাশ্বতর – এই কয়েকজন লোকায়ত দার্শনিকের রচিত সূত্রের উল্লেখ করেছেন।[১০]

উপসংহারঃ- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা লোকায়ত দর্শনের মোটামুটি তিনটি উপাদান পাই- ১। *অর্থশাস্ত্র*, *দিব্যাবদান* প্রভৃতি গ্রন্থ

২। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে এমন কিছু লোকগাথা এবং

৩। পূর্বপক্ষ হিসাবে উত্থিত লোকায়ত দর্শনের আলোচনা

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, বিশেষ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও কেন লোকায়ত দর্শনের (যাকে আমরা অনেকেই চার্বাক দর্শন বলে জানি) বর্তমানে কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন, "মহাভারতে যদি চার্বাককেই পড়িয়ে মারার কাহিনী থাকে, তাহলে চার্বাকদের লেখা বই পোড়ানোর কথা ভাবাও অসম্ভব নয়। "[১১]

সুতরাং উপরোক্ত তথ্যগুলির দ্বারা বস্তুবাদী দর্শনটির যে পরিচয় আমরা পেলাম, তা কোনোভাবেই অবহেলার বিষয় নয়, বরং যুক্তিগ্রাহ্যতার বিচারে একে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন বলা যায়। তবে এই দর্শনটির পুনরুত্থানের জন্য

অবশ্যই আরও অনেক গবেষনার প্রয়োজন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই দর্শনের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্যসূত্র

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* (অনুষ্টুপ, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা- ৯, জানুয়ারী ২০১৬), পৃষ্ঠা- ৩৭

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯

৪. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, *সায়ন মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, সেপ্টেম্বর, ২০১৯), পৃষ্ঠা- ২০৪

৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* (অনুষ্টুপ, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা- ৯, জানুয়ারী ২০১৬), পৃষ্ঠা-৪৬

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২

১০. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, আর্য ম্যান্‌সন্‌ (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিস্কোয়ার, কলকাতা- ১৩, নভেম্বর ২০১৩), পৃষ্ঠা- ১৮৭

১১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* (অনুষ্টুপ, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা- ৯, জানুয়ারী ২০১৬), পৃষ্ঠা-৫২